MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ডিসেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

মওলানা ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

শোষণমুক্ত-ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নিন

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর ২০২০ ২৩/২ তোপখানা রোডস্থ বাসদ ভবনের নিচ তলায় মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার আহ্বায়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন প্রিন্স।

আলোচনাসভায় নেতৃবৃন্দ মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ ৯৬ বছরের জীবন ও সংগ্রাম এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি আজীবন আপসহীন, অসাম্প্রদায়িক ও বিদ্রোহী মানুষ ছিলেন। তিনি যুবক বয়সে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন, আসামে গিয়ে অভিবাসী ভূমিহীন কৃষক জনতার জন্য মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর পাকিস্তানি শাসকদের উপনিবেশিক অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক শাসন-শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সিয়াটো-সেন্টু চুক্তি সমর্থন করায় তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি পাকিস্তানে প্রথম গণতান্ত্রিক বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে মওলানার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। মওলানা ভাসানী ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তবে ধর্মান্ধ ছিলেন না। যা আজকের এই সময়ে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। স্বায়ত্তশাসন ও সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি নিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগের আপসমুখী অবস্থানের বিরুদ্ধে তিনি জোট নিরপেক্ষ অবস্থানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপ গঠন করেন। তিনি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কৃষকদের নিয়ে ঘেরাও আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন। ৬ দফা বাস্তবায়ন ও ৬৯ এর গণআন্দোলন ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক তা সবসময় কামনা করতেন। এজন্য তিনি ওই সময়ে বাম সংগঠনগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গঠন করে কৃষক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে

বামপন্থি কমিউনিস্টরা মওলানা ভাসানীর ভূমিকাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। ১৯৫৭ সালে তিনি কাগমারী সম্মেলন থেকে পাকিস্তানকে যে 'আস্ সালামু আলাইকুম' বলেছিলেন তাকে কাজে লাগানো গেলে হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন হতে পারত।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, তিনি স্বাধীন দেশে দুর্নীতি, লুটপাট ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং জীবন সায়াহ্নে এসে ভারত সরকার কর্তৃক গঙ্গা নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালের মে মাসে পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে দুদিনব্যাপী লংমার্চ করেছেন।

নেতৃবৃন্দ মওলানা ভাসানীর সমগ্র জীবন নিয়ে লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদকে উদ্বৃত করে বলেন, শোষণের অস্তিত্ব তিনি যেখানেই অনুভব করেছেন, প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন। সেজন্যই তিনি সংগ্রাম শুরু করেন জোতদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে, সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে, আসামের অমানবিক লাইন প্রথা ও বাঙাল খেদাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার পরে যখন তিনি লক্ষ্য করেন এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশেও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না, তখনও এর প্রতিবাদ করে গেছেন তিনি।

নেতৃবৃন্দ তার জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।